Sanatan Dharma

নবগ্রহ স্তোত্র

নবগ্রহ স্তোত্র যা নয়টি গ্রহ (নবগ্রহ) কে সম্মান করে, যাদের মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুরা প্রতিদিন গ্রহদের আশীর্বাদ এবং প্রশংসিত করার কথা বলে, এই ভেবে যে এটি গ্রহের বিন্যাসের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুকূল ফলাফল বয়ে আনবে।

নয়টি স্তবক রয়েছে: সূর্য (সূর্য), চন্দ্র (চন্দ্র), মঙ্গলা (মঙ্গল), বুধ (বুধ), গুরু (বৃহস্পতি), শুক্র (শুক্র), শনি (শনি), রাহু (অর্ধচোহী চন্দ্র নোড), এবং কেতু (অবরোহী চন্দ্র নোড)।

নবগ্রহ স্তোত্রকে ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঘন ঘন এই স্তোত্রটি গাওয়ার মাধ্যমে, ব্যক্তিরা গ্রহগুলির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা মহাজাগতিক শক্তির সাথে একটি শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করতে পারে, নিজেদের মধ্যে এবং মহাবিশ্বের সাথে সাদৃশ্য গড়ে তুলতে পারে।

নবগ্রহ স্তোত্রর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি:*******
1. জ্যোতিষিশাস্ত্রে নয়টি গ্রহের (নবগ্রহ) আশীর্বাদ প্রার্থনা করে
2. একটি সুষম এবং সমৃদ্ধ জীবনের জন্য মহাজাগতিক শক্তির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে
3. আধ্যাত্মিক রূপান্তর এবং আত্ম-আবিষ্কারের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার প্রদান করে
4. স্বর্গীয় দেবতাদের কাছ থেকে নির্দেশনা এবং সুরক্ষা প্রদান করে
5. সামগ্রিক সুস্থতা প্রচার করা
6. আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি বৃদ্ধি করা
7. ইতিবাচক কর্ম আকর্ষণ করা
8. শান্তি ও প্রশান্তি বয়ে আনছে

নবগ্রহ স্তোত্রটি ঐতিহ্যগতভাবে মহাভারতের সংকলক ঋষি ব্যাসের নামে রচিত বলে মনে করা হয়।

1. নেতিবাচক গ্রহের প্রভাব দূরীকরণ: বিশ্বাস করা হয় যে এই স্তোত্রটি গ্রহের বিন্যাসের নেতিবাচক প্রভাব, যেমন দুর্ভাগ্য, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সম্পর্কের অসুবিধা, প্রশমিত করতে সাহায্য করে।
2. ইতিবাচক ফলাফলের আকর্ষণ: এই স্তোত্রটি সৌভাগ্য, সম্পদ এবং সুখের মতো ইতিবাচক ফলাফল আকর্ষণ করতেও সাহায্য করে বলে বিশ্বাস করা হয়।

Published on: Aug, 13 2025 14:21

3. আধ্যাত্মিক বিকাশ: নবগ্রহ প্রতিদিন পাঠ করাকে আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবেও বিবেচনা করা হয়, যা ব্যক্তিদের গ্রহগুলির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা মহাজাগতিক শক্তির সাথে গভীর সংযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

নবগ্রহ স্তোত্র কিভাবে আবৃত্তি করবেন?

নবগ্রহ প্রতিদিন যেকোনো ভাষায় আবৃত্তি করা যেতে পারে, তবে ঐতিহ্যগতভাবে এটি সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি করা হয়। এই স্তবটি একক ভাবে বা দলগত ভাবে আবৃত্তি করা যেতে পারে। এটি সাধারণত সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় আবৃত্তি করা হয়, তবে দিনের যেকোনো সময় আবৃত্তি করা যেতে পারে।

নবগ্রহ স্তোত্রপাঠের নিয়ম কী?

নবগ্রহ প্রতিদিন পাঠের জন্য কোনও কঠোর নিয়ম নেই।

তবে, কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে:

1. ভক্তি ও একাগ্রতার সাথে স্তবটি আবৃত্তি করুন।
2. পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পরিবেশে বজায় রাখুন।
3. পরিষ্কার এবং আরামদায়ক পোশাক পরুন।
4. স্তোত্র পাঠের আগে গ্রহদের কাছে প্রার্থনা করুন।

নবগ্রহ স্তোত্রর প্রতিটি স্তবকের তাৎপর্য কী?

নবগ্রহ প্রতিদিনের প্রতিটি স্তবক একটি নির্দিষ্ট গ্রহ এবং তার বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করে। স্তবকগুলি বিশ্বতত্ত্বে গ্রহের তাৎপর্য এবং মানব জীবনের উপর এর প্রভাব বর্ণনা করে।

গ্রহদের কাছে প্রার্থনা করার বিভিন্ন উপায় কী কী?

গ্রহদের কাছে প্রার্থনা করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

কিছু সাধারণ অভ্যাসের মধ্যে রয়েছে:---------

1. গ্রহদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্ত্র এবং প্রার্থনা পাঠ করা।
2. গ্রহদের পূজা ও আচার অনুষ্ঠান করা।
3. গ্রহের সাথে সম্পর্কিত রত্নপাথর পরা।
4. গ্রহগুলোর উপর ধ্যান করা।

গ্রহ-দুর্দশার জন্য বিভিন্ন প্রতিকার কী কী?

গ্রহের দুর্দশার জন্য অনেক ধরণের প্রতিকার রয়েছে।

কিছু সাধারণ প্রতিকারের মধ্যে রয়েছে:----------

1. গ্রহদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্ত্র এবং প্রার্থনা পাঠ করা।
2. গ্রহদের পূজা ও আচার অনুষ্ঠান করা।
3. গ্রহের সাথে সম্পর্কিত রত্নপাথর পরা।
4. গ্রহগুলোর উপর ধ্যান করা।
5. জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা, যেমন স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং কাজ এড়িয়ে চলা।

Published on: Aug, 13 2025 14:21

নবগ্রহ স্তোত্রর ভবিষ্যৎ কী?

নবগ্রহ স্তোত্র একটি শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য যা আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যতদিন মানুষ গ্রহ-শক্তিতে বিশ্বাস করবে, ততদিন নবগ্রহ প্রতিবেদন পাঠ এবং শ্রদ্ধা অব্যাহত থাকবে।

নবগ্রহ স্তোত্রম্

আদিত্যায় চ সোমায় মংগলায় বুধায় চ ।
গুরু শুক্র শনিভ্যশ্চ রাহবে কেতবে নমঃ ॥
রবিঃ
জপাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ।
তমোহরিং সর্ব পাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্ ॥
চংদ্রঃ
দধিশংখ তুষারাভং ক্ষীরার্ণব সমুদ্ভবম্ (ক্ষীরোদার্ণব সংভবম্) ।
নমামি শশিনং সোমং শংভো-র্মকুট ভূষণম্ ॥
কুজঃ
ধরণী গর্ভ সংভূতং বিদ্যুত্কাংতি সমপ্রভম্ ।
কুমারং শক্তিহস্তং তং কুজং [মংগলং] প্রণমাম্যহম্ ॥
বুধঃ
প্রিয়ংগু কলিকাশ্যামং রূপেণা প্রতিমং বুধম্ ।
সৌম্যং সৌম্য (সত্ব) গুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্ ॥
গুরুঃ
দেবানাং চ ঋষীণাং চ গুরুং কাংচনসন্নিভম্ ।
বুদ্ধিমংতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥
শুক্রঃ
হিমকুংদ মৃণালাভং দৈত্যানং পরমং গুরুম্ ।
সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥
শনিঃ
নীলাংজন সমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম্ ।
ছায়া মার্তাংড সংভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্ ॥
রাহুঃ
অর্ধকায়ং মহাবীরং চংদ্রাদিত্য বিমর্ধনম্ ।
সিংহিকা গর্ভ সংভূতং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥
কেতুঃ
পলাশ পুষ্প সংকাশং তারকাগ্রহমস্তকম্ ।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ঘোরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥
ফলশ্রুতিঃ
ইতি ব্যাস মুখোদ্গীতং যঃ পঠেত্সু সমাহিতঃ ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ বিঘ্নশাংতি-র্ভবিষ্যতি ॥
নরনারী-নৃপাণাং চ ভবে-দ্দুঃস্বপ্ন-নাশনম্ ।
ঐশ্বর্যমতুলং তেষামারোগ্যং পুষ্টি বর্ধনম্ ॥

গ্রহনক্ষত্রজাঃ পীডাস্তস্করাগ্নিসমুদ্ভবাঃ ।
তাস্সর্বাঃ প্রশমং যাংতি ব্যাসো ব্রূতে ন সংশয়ঃ ॥
ইতি ব্যাস বিরচিতং নবগ্রহ স্তোত্রং সংপূর্ণম্ ।

Published on: Aug, 13 2025 14:21